ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০০১, পৌষ ১৪০৮

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন ঃ সহায়ক কৌশল ও নীতিমালা

ডঃ এম, কামাল উদ্দিন *

Strategies & Policies for Harnessing Sustainable Development of SMEs in Bangladesh

- Dr. M. Kamal Uddin

Abstract : Small, Medium & Cottage Enterprises (SMEs) render enormous potential socially as well as economically in a developing country like Bangladesh. It possesses the potency lobring out revdution puring industrial growth and economic development including proliferation of earning and new employment opportunities. SMEs occupy about 80 percent in the industrial sector of this country. But until now, no recognized framework of classification of different types of industries of this sector has been formulated in the national context. The SMEs have succumbed to lose its pace & dynamism due to lack of appropriate policies & strategies. A defined structure of various industries under SMEs in the context of Bangladesh has been presented in this paper sub-dividing the industries into four sub-sectors. A framework of core policy in each sub-sector has been proposed. In order to promote SMEs proposed policy imperatives have been highlighted which are to be adopted by the Government and associated public organizations. By identifying various existing problems of this industrial sector, a multifaceted general and conducive policies & strategies to accelerate sustainable development of SMEs in the country have been propounded in this paper. This paper is an outcome of a research study and sample survey conducted recently on 30 selected SMEs under IAT, BUET-Industry-FBCCI linkage program.

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইনষ্টিটিউট অব এ্যপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (Small & Medium Enterprise (SMEs) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অনন্য স্থান দখল করে আছে। এ শিল্প সেক্টর বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। ব্যক্তিখাতের (Private Sector) সার্বিক উন্নয়ন এই সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যা নতুন নতুন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে মজবুত ভিত রচনা করছে। বাংলাদেশে শিল্প কল-কারখানায় নিয়োজিত মোট শ্রমিকের শতকরা ৮৭ ভাগ এবং মোট মূল্য সংযোজিত পণ্যের (value added products) শতকরা ৩৩ ভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প থেকে যোগান প্রাপ্ত। যদি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের সাথে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যায় বাংলাদেশে শতকরা ৯৮ ভাগ শিল্পই ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরের অন্তর্গত। বাংলাদেশে ১৯৭ ধরনের মোট ৩৮২৯৪টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প রয়েছে (BSCIC Survey Report, 1994)। দশ অথবা তদুর্ধ কর্মচারীর সংখ্যার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অতি সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে দেখা যায় দেশের সামগ্রিক উৎপাদন সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের শতকরা ৭৮ ভাগ শিল্প ইউনিটে শ্রমিকের সংখ্যা ১০ থেকে ৫০ জনের মধ্যে এবং শতকরা ৫৬ ভাগ শিল্প ইউনিটে শ্রমিকের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ জনের মধ্যে (GOB, 1993 F:xi)। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ শুধুমাত্র কুটির শিল্পের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার অতীত নীতি বর্জন করে তাদের অগ্রাধিকর চিহ্নিত করেছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দিকে। বুয়েট কর্তৃক সদ্য সমাপ্ত ৩০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উপর একটি নমুনা জরিপ এবং বুয়েট-ইন্ডাষ্ট্রী এফ, বি,সি,সি, আই লিংকেজ প্রোগ্রামে কিছু গবেষণা কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২.০ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা এখনও প্রণীত হয়নি। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও উদ্যোক্তাগণ ক্ষুদ্র ও মাজারী শিল্পকে চিহ্নিত করেছেন এমন প্রতিষ্ঠানকে

যা অত্যন্ত বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। সবচেয়ে ক্ষুদ্র শিল্প যেমন কুটির শিল্প (Cottage Industry) থেকে শুরু করে মাঝারী শিল্প (Medium Industry) পর্যন্ত সকল শিল্পকে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টর (SMEs) হিসাবে অভিহিত করা যায়। কুটির শিল্প বলতে মূলত ঐ ধরনের স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগকৃত শিল্প বুঝায় যেখানে স্বল্প সংখ্যক লোক কাজ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরাও কাজ করে। বর্তমানে বিভিন্ন কুটির শিল্পে পরিবারের সদস্য ছাড়াও অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করতে দেখা যায়। দেশের অগণিত হস্তশিল্প (Handicraft) কুটির শিল্পের অন্তর্গত। হস্ত চালিত তাঁত শিল্প মূলত টেক্সটাইল উপ-খাতের (Sub-sector) একটি কুটির শিল্প।

ব্যাপক অর্থে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প (Processing Industry) ও সেবা শিল্প (Service Industry) এ দু'ধরনের শিল্পই শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংজ্ঞায়িত। উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংযোজন এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মেরামত ও পুনঃসংস্কার সাধন প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সে সমস্ত কর্ম সেবা-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত সেবাকর্মকে বর্তমানে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের তালিকা 'শিল্পনীতি-১৯৯৯' এর পরিশিষ্ট-১- পরিবেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলোকে চারটি উপ-ভাগে শ্রেণীবিভাগ করা যায় (ছবি নং ১ ও ছক নং১)।

(১) কুটির শিল্প (Cottage or Micro-Industries)

(২) অতিক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industries)

(৩) ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industries)

(৪) মাঝারী শিল্প (Medium Industries)

ছক -১ : ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (SMEs) এর প্রস্তাবিত সংজ্ঞা ও শর্তবালী

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উপবিভাজন	সংজ্ঞা ও শর্তাবলী
কুটির শিল্প (Cottage Industry)	এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে সর্বমোট ১৫ জনেরও কম শ্রমিক কাজ করে এবং স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা এর কম। হস্ততাঁত শিল্প ঃ টেক্সটাইল উপ-খাতের একটি কুটির শিল্প বা অতিক্ষুদ্র শিল্প।
অতিক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industries)	এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে (i) শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ থেকে ১০০ পর্যন্ত এবং স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি টাকার চেয়ে কম। অথবা (ii) শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ এর চেয়ে কম এবং স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত।
ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industries)	এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে স্থায়ী (i) বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত। শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক সংখ্যা যে কোন হতে পারে। অথবা (ii) শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ এর চেয়ে বেশী এবং স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকার কম।
মাঝারী শিল্প (Medium Industries)	এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা। শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক সংখ্যা যে কোন হতে পারে।

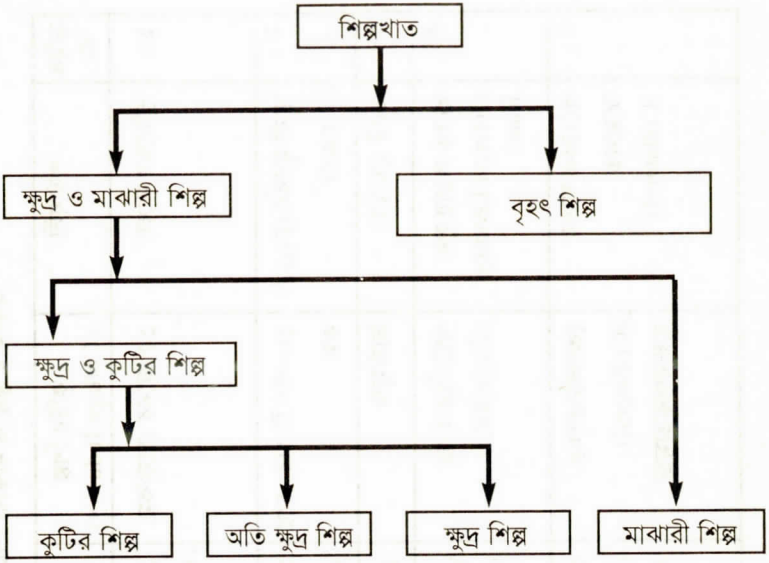

চিত্র ১ ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার শিল্পের শ্রেণী বিন্যাস

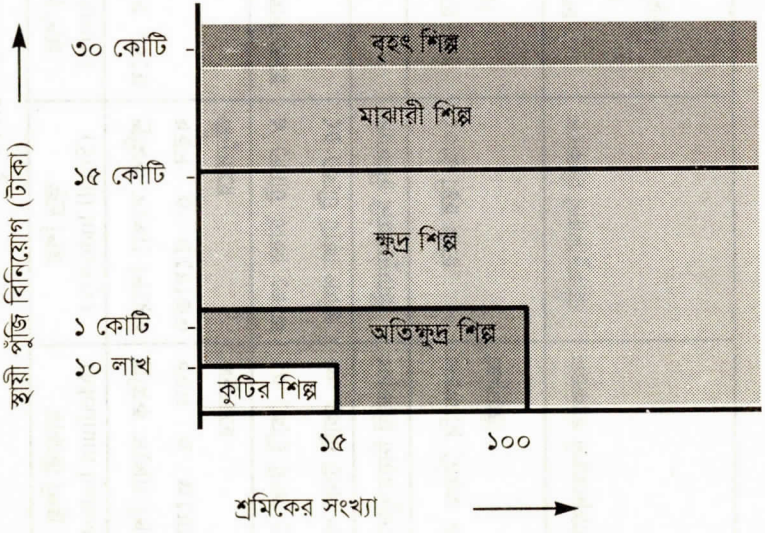

চিত্র ২ ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস

ছক-২ ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত মূল নীতিমালা

ক্রমিক নং	শর্তাবলী	কুটির শিল্প (Cottage Industry)	অতি ক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industry)	ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry)	মাঝারী শিল্প (Medium Industry)
১।	শ্রমিকের সংখ্যা	১৫ জনের চেয়ে কম	১০০ জনের চেয়ে কম	শ্রমিক সংখ্যা শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে	শ্রমিক সংখ্যা শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে
২।	স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital)	১০ লাখ টাকার চেয়ে কম	১ কোটি টাকার চেয়ে কম	৯ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত	১৫ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত
৩।	ভ্যাট (VAT)	ভ্যাটমুক্ত	ভ্যাটমুক্ত	সরকারি নিয়মানুযায়ী	সরকারি নিয়মানুযায়ী
৪।	ব্যাংক ঋণের সুদ (Interest Lending Rate)	৭% স্থির হারে (Flage Rate)	৮% স্থির হারে (Flage Rate)	১০% স্থির হারে	সরকারি নিয়ম নীতি অনুযায়ী
৫।	ব্যাংকের ঋণের জামানত (Collateral)	কোলেটারালের (Collateral) বাধ্যবাধকতামুক্ত	কোলেটারালের (Collateral) বাধ্যবাধকতামুক্ত	সরকারি নিয়মানুযায়ী	সরকারি নিয়মানুযায়ী

ক্রমিক নং	শর্তাবলী	কুটির শিল্প (Cottage Industry)	অতি ক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industry)	ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry)	মাঝারী শিল্প (Medium Industry)
৬।	সুদ মওকুফ সুবিধা (Interest Exemption)	যন্ত্রপাতি : ৫ বৎসর এবং কার্যনির্বাহী মূলধন (Working Capital): ৫ বৎসর	যন্ত্রপাতি : ৫ বৎসর এবং কার্যনির্বাহী মূলধন (Working Capital): ৫ বৎসর	যন্ত্রপাতি : ৩ বৎসর এবং কার্যনির্বাহী মূলধন (Working Capital): ৩ বৎসর	সরকারি নিয়মানুযায়ী
৭।	কর অবকাশ সুবিধা (Tax Holiday)	১০ বৎসর	১০ বৎসর	শহর ও মহানগরীরর জন্য ৭ বৎসর, স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য ৮ বৎসর এবং অনুন্নত ও অসুবিধা প্রাপ্ত দূরবর্তী এলাকা (যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম) এর জন্য ১০ বৎসর	সরকারি নিয়মানুযায়ীঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ব্যতিত): ৫ বৎসর খুলনা, সিলেট, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা : ৭ বৎসর
৮।	অবকাঠামো সুবিধা (Infrastructure Facility)	পানি, গ্যাস, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।			

ক্রমিক নং	শর্তাবলী	কুটির শিল্প (Cottage Industry)	অতি ক্ষুদ্র শিল্প (Tiny Industry)	ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry)	মাঝারী শিল্প (Medium Industry)
৯।	ব্যাংক ঋণের জন্য সুপারিশ (Recommendation for Bank Loan)	সুপারিশ প্রদানকারী : সংশ্লিষ্ট খাতের এসোসিয়েশন (Sectoral Association) বা সংশ্লিষ্ট চেম্বার			
১০।	পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত সহায়তা (Marketing Support)	পণ্যের বিপণন সহজতম ও বহুমুখী (Diversified) করার লক্ষ্যে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। দেশে ও বিদেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি ও পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত সহায়তা ও সুবিধা প্রদান করতে হবে।			
১১।	ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত নীতিমালা (Repayment of Loan)	ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করার প্রক্রিয়ায় Reducing Balance Method (RBM) অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়। এ পদ্ধতিতে যদি ঋণ গ্রহীতা নিয়মানুযায়ী সময়মত ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন তাহলে Incentive হিসেবে উদাহরণ স্বরূপ প্রতি বছর ১% করে সুদেরহার কমানো যেতে পারে।			
১২।	নিবন্ধন (Registration)	প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাদের শ্রেণী বা Category হিসাবে নিবন্ধিত হতে হবে। স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগ সর্বোচ্চ ১৫ কোটি টকা হলে অর্থাৎ কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিসিক (BSCIC) এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন/চেম্বারে নিবন্ধিত হতে হবে। অপর দিকে স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগ ১৫ কোটি টকার উর্দ্ধে হলে			

আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ তহবিল গঠন করবে। উপ-ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন তা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মতো প্রণোদনা (incentives) ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।

৩.৪ ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি/বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম (The Small Industry Credit Guarantee Scheme) ব্যাপকভাবে চালু ও কার্যকর করবে।

৩.৫ বিশেষ রাজস্ব/আর্থিক সুবিধা

'অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প খাত'' (Thurst Sector) হিসাবে চিহ্নিত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ রাজস্ব সুবিধা প্রদান করা হবে। এসব খাতে সরকার মাঝে মাঝে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৩.৬ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আহ্বান

বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প-ইউনিট স্থাপনের জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩.৭ শিল্প-প্লট বরাদ্দ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য বিসিক নিজস্ব শিল্প এলাকা এবং বিশেষ নির্দেশের আওতায় অন্তর্ভুক্ত শিল্প এলাকায় শিল্প-প্লট বরাদ্দ দেবে। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) তার নিজস্ব এলাকায় জমি বরাদ্দ দেবে। বিনিয়োগ বোর্ড (BOI)যেখানে সরকারি জমি আছে সেখানে জমি বরাদ্দ দেয়ার জন্য সুপারিশ করবে এবং ব্যবস্থা নিবে।

৪.০ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বহুমুখী সাধারণ নীতিকৌশল

৪.১ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট সহায়ক নীতিমালা

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প নীতিমালাবিহীন পরিবেশে জন্ম নেয় এবং দুর্বলভাবে বেঁচে থাকে। যেহেতু বাংলাদেশের শিল্প সেক্টরে ভিন্ন ভিন্ন

বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের শিল্প রয়েছে এ সেক্টরের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্পের সাথে সমভিত্তিক বিবেচনায় অসম প্রতিযোগিতা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত বাধাসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্ত:সংযোগ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে আন্ত:সংযোগ (Inter-firm Linkage) সম্প্রসারণ করতে হবে। এর জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরের জন্য একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। পেশাভিত্তিক এসোসিয়েশনসমূহ (Professional Associations) এবং জাতীয় চেম্বারসমূহ (National Chambers) এ ধরনের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সারাদেশ ব্যাপী এ সেক্টরের ছোট ও বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ যেমন SAARC, OIC বা অন্যান্য বন্ধু দেশের ছোট ও বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে উপ-ঠিকাদারী (Sub Contracting) ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে Sub-Contracting Exchange Scheme (SES) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ঐ স্কীমের প্রধান কাজ হবে চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন পণ্য (যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সামগ্রী বা Engineering Industrial Components) এর উপাত্ত এবং ঐ সকল পণ্যে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ। এভাবে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ও সহায়তা কার্যক্রম প্রসার সুদুরপ্রসারী ফল বয়ে আনবে। এতে তাদের মাঝে ফলপ্রসু সহযোগিতার একটি মজবুত ভিত্তি রচিত হবে এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার এর সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রাথমিক ধাপ হিসাবে প্রথমে এ শিল্প সেক্টরে আন্ত:সংযোগ ও সহায়তার ক্ষেত্রগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। যথোপযুক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এ সেক্টর তাদের উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন ও বিভিন্ন কার্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করার সুযোগ পাবে।

৪.৩ সরকারি নীতিমালা

ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা শুধুমাত্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় বরং সামগ্রিক সেক্টরের জন্য প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। টেকসই

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত, যাতে দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন বর্ধিত কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহায়ক হয় এবং জোরদার করা যায়। এর মধ্যে প্রধানত যে সকল সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা দরকার সেগুলো হল ভ্যাট বা ট্যাক্স কমানো, সুদের হার কমানো, রেগুলেটরী সিষ্টেমের অপ্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতার বোঝা কমানো, শ্রমের অবাধ প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা, পলিসিগত বাধাসমূহকে দূরীকরণ, অবৈধভাবে আসা পণ্যের সাথে অন্যায্য প্রতিযোগিতা প্রতিরোধকরণ, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন, এবং প্রকৃতভাবে প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের পার্টনারশীপ গড়ে তোলা।

৪.৪ বিনিয়োগ তহবিল, উদ্যোগী মূলধন, লিজিং এবং প্রাথমিক মূল তহবিল

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের বিভিন্ন দিক উন্মোচন এবং বর্ধিত করা বড় প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রাথমিক মূল তহবিল, লিজিং, উদ্যোগী মূলধন ও বিনিয়োগ তহবিল অন্যতম। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের অপ্রতুলতা এবং অভাব, উচ্চ সুদের হার, ঋণের গ্যারন্টি বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত বাধা, মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত ঝুঁকি ইত্যাদি সমস্যাগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সম্প্রসারণে বাধাস্বরূপ। স্বল্প ও দীর্ঘ ঋণ বা আর্থিক সহায়তা প্রচলিত বাজার অনুযায়ী এবং স্বল্প সুদে দেয়া উচিত।

৪.৫ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য বর্ধিতভাবে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান

বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এন, জি, ও (NGOs) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরে ব্যাপকভাবে কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে পারে, যা নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক সেক্টরের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখাবে।

৪.৬ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি ও দারিদ্র্য বিমোচন

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টরের মাধ্যমে মানব ও সমাজ উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। দারিদ্রপীড়িত এ দেশের লোক সংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এ শিল্প-সেক্টরের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। আমাদের সমাজের একটা বড় অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে

বাস করে যারা সুবিধা বঞ্চিত। তাদের সন্তানদের শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় আয় নেই। এমনকি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ন্যূনতম উপার্জনের কর্মসংস্থানও নেই। বাধ্য হয়ে তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে নিম্ন শ্রেণীর কাজে (Odd jobs) লাগানো হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচি প্রণয়ন করা যায় যেখানে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের লোকজন ন্যায্য মজুরীতে কাজ করতে পারে। এ ধরনের কর্মসূচিতে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৪.৭ অগ্রাধিকার খাতসমূহ (Priority Sector or Thrust Sectors)

বাংলাদেশে কয়েকটি বিশেষ খাত যেমন কৃষিনির্ভর ও কৃষিসহায়ক শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি খাত, ধাতব প্রকৌশল শিল্প, তৈরি পোশাক, হাল্কা প্রকৌশল শিল্প, ইত্যাদি উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ সমস্ত উপ-খাতগুলোর উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার সেক্টর ঘোষণা দিয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

৪.৮ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ

E-Commerce এর মাধ্যমে এই শিল্পকে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং সাথে সাথে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন। বিশ্বায়নের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী।

৪.৯ (ক) উদ্যোক্তাদের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও উদ্ভাবনী দক্ষতা উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড, উদ্ভাবন প্রক্রিয়া ও ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের মেধা ও মনন, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং জ্ঞান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ (Entrepreneural Training) এই শিল্প সেক্টরে উদ্ভাবন ও নতুন নতুন ব্যবসা সম্প্রসারণে দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ফেলবে।

(খ) নিয়মিত পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের শ্রমিক, কারিগর, কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা থাকা অতীব জরুরী। ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা, প্রযুক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, পণ্যের গুণগত মান, আর্থিক যোগান ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য সুফল বয়ে আনবে। প্রযুক্তির মূল্যায়ন, ব্যবহার ও উদ্ভাবন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ইত্যাদি নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বর্ধিত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

৪.১০ তথ্য নেটওয়ার্ক ও কেন্দ্রীয় উপাত্ত ব্যাংক

বিভিন্ন তথ্য যেমন বিভিন্ন বাজারের চাহিদার প্যাটার্ণ (Market Demand Pattern), মূল্য পরিবর্তনের ধারা এবং নীতিমালার কাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদি দ্রুত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি (IT) একটি ফলপ্রসূ হাতিয়ার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য একটি তথ্য নেটওয়ার্ক ও কেন্দ্রীয় উপাত্ত ব্যাংক গড়ে তোলা প্রয়োজন যা বিভিন্ন দেশি ও বিদেশী সংস্থা যেমন IDB, ICCI, বিদেশি ব্যবসায়িক সংস্থা ইত্যাদির সমন্বয়ে হতে পারে।

৪.১১ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সহায়তা প্রদান

ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সহায়তা এই সেক্টর উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক (Non-Financial) উভয় বিষয়ের সমন্বয়ে সহায়তা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রয়োজনানুসারে সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এমনরূপ করা উচিত যাতে উদ্যোক্তগণ সরাসরি উপকৃত হন এবং কোন প্রকার বিড়ম্বনার শিকার না হন।

৪.১২ প্রযুক্তির হস্তান্তর, বিকাশ ও উন্নয়ন

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য প্রযুক্তি বাছাই, মূল্যায়ন, আত্মস্থকরণ, উদ্ভাবন, বিকাশ ও সম্প্রসারণ এবং হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তিই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার নির্ণায়ক। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সারাদেশব্যাপী প্রযুক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত করতে হবে। এতদুদ্দ্যেশ্যে

প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। উন্নত বাজার অর্থনীতির দেশসমূহ হতে প্রযুক্তির জ্ঞান আহরণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদেশী জ্ঞান ও প্রযুক্তি আহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, উপদেশ কার্যক্রম, পারস্পারিক ও যৌথ মতবিনিময় কার্যক্রম এবং গবেষণা সম্প্রসারণ কার্যক্রম) এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর নিকট পৌছে দিতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী। রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে জোরদার করা প্রয়োজন।

৪.১৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সম্প্রসারণ এবং বহুমুখীকরণ

সামগ্রিক শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বৃদ্ধির (Growth) উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি এবং তাদের ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যাতে উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে বর্ধিত করা যায়।

৪.১৪ আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার সন্ধান

জাতীয় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে আর্থিক যোগান দিয়ে থাকে। দেখা গেছে এ সমস্ত ঋণসুবিধা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সন্ধান করা হয় না বা খতিয়ে দেখা হয় না। জাতীয় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে দাতা গোষ্ঠীর ঋণ প্রদান কার্যক্রমের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে হবে। যাতে আন্তর্জাতিক আর্থিক যোগান ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে সহজলভ্য হয়।

৪.১৫ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য আলাদা অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকরণ

অর্থায়ন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে এই অবস্থার শীঘ্র উন্নয়নের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ মালিকানাধীনে একটি আলাদা আর্থিক প্রতিষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটিকে গতিশীল রাখার জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার কনসেশন (Concession)বা ছাড় দেয়ার কোন নিয়ম থাকবে না, বাজারে প্রচলিত হারেই মূলধনের খরচাদি প্রদান করার নীতি অবলম্বন করা হবে। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে Reducing balance Method (RBM) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে কোন ঋণ গ্রহীতা যথাযথভাবে ও সময়মত ঋণের কিস্তির টাকা শোধ করলে পরবর্তী বছরে সুদ প্রদানের হার কমে যাবে (উদাহরণ স্বরূপ বছরে ১% হ্রাস করা যেতে পারে)। অর্থায়নের আরেকটি উৎস হতে পারে শেয়ার বাজার থেকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সেক্টর 'Group IPO Scheme (GIPS)' নামক একটি স্কীম চালু করে IPO শেয়ার বাজারে ছাড়তে পারে। 'GIPS' এর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের একটি গ্রুপ পাবলিক শেয়ার বাজারে ছাড়ার জন্য তাদের সম্পত্তি ব্যবহার করবে-এই পুরো প্রক্রিয়াটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় থাকবে। আরেকটি বিষয় হল উদ্যোক্তাদের জন্য উদ্যোগী মূলধন (Venture Capital) এর ব্যবস্থা করা। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে উদ্যোগী মূলধন প্রতিষ্ঠান (Venture Capital Organization) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ এবং কানাডাতে উদ্যোগী মূলধন অত্যন্ত কার্যকারভাবে সফলতা লাভ করেছে।

সার্বিকভাবে শিল্প সেক্টরের উন্নয়নের জন্য বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য ফলপ্রসূ কিছু করতে হলে সহজ অর্থায়নের অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। একটি আলাদা ক্ষুদ্র ব্যাংক (Micro Bank) দেশে অর্থায়নের অচলাবস্থা অপসারিত করতে পারে। এই ক্ষুদ্র ব্যাংক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য দেশ ও বিদেশের বিশেষজ্ঞ ও সম্পদের সমাহার প্রয়োজন।

৪.১৬ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিভিন্ন সমস্যাবলী প্রশমন

বাংলাদেশে বহু ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প রয়েছে যারা অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন। প্রতিটি আলাদা আলাদা সেক্টরের কিছু নির্দিষ্ট সাধারণ সমস্যা রয়েছে। ঐ সমস্ত নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো প্রশমিত করার জন্য প্রয়োজন কিছু বিশেষ সহায়তা। প্রতিটি খাতের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলি ঐ খাতের আঙ্গিকে সমাধানে ব্রতী হতে হবে।

৪.১৭ ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের জন্য সারাদেশে একই সংজ্ঞা প্রয়োগ

সারাদেশে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প রয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর (Category) শিল্পের জন্য ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংজ্ঞা প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেটা সারাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি শ্রেণীর শিল্পের জন্য ষ্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোড (Standard Industrial Code (SIC) দেয়া বাঞ্ছনীয়। সারাদেশের জন্য একই সংজ্ঞা ব্যাতিরেকে শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

৪.১৮ ট্রেড ফেয়ার প্রদর্শনী, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার এবং কর্মশালা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য ট্রেড ফেয়ার, প্রদর্শনী, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন নিয়মিতভাবে করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা প্রয়োজন। দেশ ব্যাপী এসোসিয়েশনসমূহ বা চেম্বারসমূহ এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারে, যাতে ব্যাপক সংখ্যক ভোক্তা ঐ সব পণ্যের বৈচিত্র্য ও গুণগত মান সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

৪.১৯ সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য বিশেষ সেবামূলক কার্যক্রম প্রচলন এবং সমস্যা দূরীকরণের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই তাদের সমস্যা সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল নয় এবং ঐ সমস্যাগুলোর সর্বোত্তম প্রতিকারের জন্য তাদের নিজস্ব প্রয়োজন সম্পর্কেও তারা স্পষ্টভাবে জ্ঞাত নয়। তাই এমন একটি সেবামূলক কার্যক্রম প্রচলন করা প্রয়োজন যেটার সরাসরি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ থাকবে এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে দিবে, যাতে ঐ চিহ্নিত সমস্যাগুলো কাটিয়ে শিল্পগুলো সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছাতে পারে।

৪.২০ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলোর উন্নতিকল্পে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম নীতিমালা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক যোগ্যতার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ যা তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে-সে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল রাখা। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলোকে সাহায্য প্রদান যাতে তারা

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তৈরি হতে পারে। এটা হতে পারে তাদের যোগ্যতা ও দুর্বলতা নিরূপণের মাধ্যমে এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। প্রধান সহায়তার (inputs) মধ্যে আর্থিক সহায়তা, বাজার সম্পর্কে তথ্য প্রদান, প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা কৌশল, প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং সহায়তা সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন অন্যতম।

৪.২১ ব্যবসায় পরিবেশ সহায়ক হতে হবে

কম খরচে অর্থ যোগান, স্পষ্ট ও স্বচ্ছ নিয়মকানুন এবং দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রথম শর্ত। ব্যবসায় পরিবেশ সহায়ক না হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৪.২২ সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। সহযোগিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। এর জন্য দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন।

৪.২৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উৎপাদন কাঠামো

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উৎপাদন কাঠামো বহুমুখীকরণের স্থৈতিকতা (Flexibility) থাকা বাঞ্ছনীয় ও গতিশীল হওয়া প্রয়োজন। এই শিল্পে উৎপাদন যন্ত্রপাতি অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজের হওয়াতে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচেই পুরানো যন্ত্রপাতি পরিবর্তন এবং নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করা সম্ভব। একইভাবে শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তির সাথে প্রশিক্ষিত করে বহাল রাখা যাবে। অতএব বলা যায় বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি দ্রুত আত্মস্থকরণ সম্ভব। তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনশীলতা বেশি। তাই এই শিল্প অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সুযোগও বেশি।

৪.২৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট সুবিধা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দেশ ও বিদেশের তথ্যাদি জানার জন্য বিশাল সুযোগ রয়েছে। FBCCI ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিভিন্ন খাতের জন্য

ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের বিভিন্ন সুযোগ ও সহায়তা বহুমুখী করা যেতে পারে ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট সুবিধার মাধ্যমে। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ঐ সমস্ত পণ্য চিহ্নিত করা যেতে পারে, যেগুলোর ব্যবসায়িক সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত উপাত্ত ইন্টারনেট বা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর নিকট পৌছে দেয়া যেতে পারে। এটা অত্যন্ত জরুরীভাবে প্রয়োজন বিভিন্ন কারণে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটগুলোর সাথে অন লাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি শক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।

৪.২৫ ই-কমার্স

ইলেক্ট্রনিক কমার্স দেশে ও বিদেশে বিস্তার লাভ করার একটি বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে ক্রেতার অর্ডার ও চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা ও পণ্যের সন্ধান করা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্বন্ধে এ ধরনের তথ্য বিনিময় কৃষিজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, টেক্সটাইল, ক্লথিং, তথ্য প্রযুক্তি ও ধাতব পণ্যের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী পণ্যের জন্যও প্রযোজ্য।

৪.২৬ বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট এবং এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর সহায়তা

সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট, এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে সাহায্য করতে পারে। তারা দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন প্রদর্শনী ও ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে তথ্য ও সহায়তা এবং নিজেদের প্রদর্শনী আয়োজন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এই ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করতে পারে। তারা সম্ভাব্য বিদেশী ক্রেতা চিহ্নিত করে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করে সহায়তা করতে পারে। বিভিন্ন বিদেশি বাজারে পণ্যের চাহিদার ধারা পরিবর্তনের তথ্য এবং ব্যবসার সুযোগ সুবিধা এবং এর সন্ধান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্ভবনাময় রপ্তানিকারকদেরকে প্রদান করা প্রয়োজন।

৪.২৭ ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের সফলতা আসবে যদি দু'টি কার্যক্রম হাতে নেয়া যায়। (i) ঋণ প্রদানের জন্য একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান (DFI)

যার শাখা সারাদেশ ব্যাপী থাকবে। শিথিল শর্তের পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দেয়ার ক্ষমতা ও এখতিয়ার এই প্রতিষ্ঠানের থাকতে হবে। অন্যদিকে ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়ার তদারকির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ হতেহবে। (ii) ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম: ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দেয়ার জন্য এই ধরনের স্কীম অত্যন্ত ফলপ্রসু বিশেষত আমাদের মত দেশে যেখানে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহিতা ঋণ গ্রহণে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হন।

৪.২৮ বিসিককে ঢেলে সাজাতেহবে এবং বহুমুখী সেবার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

ক্ষুদ্র শিল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান বিসিককে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে এই দেশে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। বিকল্পভাবে, Small and Medium Enterprise Development Authority (SMEDA) নামে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায়, যেটা একক পরামর্শক ও সেবা কেন্দ্র (One stop consultancy & service centre) হিসাবে কাজ করবে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রথমত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের নীতিমালা প্রণয়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করবে; দ্বিতীয়তঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ, সাহায্য, সহায়তা ও সেবা প্রদান করবে। তৃতীয়তঃ এই প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য রিসোর্সের প্রধান কেন্দ্র (Resource base) হিসাবে কাজ করবে। এ ছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তি অথবা যৌথভাবে সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে পারে।

৪.২৯ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের নীতি কৌশল ব্যবহার বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য নীতি কৌশল ব্যবস্থাপত্র প্রণয়নই শেষ কথা নয়। যুগোপযোগী ও সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। নীতি কৌশল মালার কার্যক্রম কি পরিমাণ বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য তা কতটুকু ফলপ্রদ হয়েছে তা সময়ে সময়ে পরিবীক্ষণ (Monitoring) করতে হবে। উক্ত পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (Feed Back) পাওয়া যাবে ফলে প্রয়োজনানুসারে সংশোধনী পদক্ষেপ নেয়া যাবে। এতে গৃহীত নীতিমালার কাঙ্খিত সুফল নিশ্চিত করা যাবে। তবে নীতি কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা প্রয়োজন।

৪.৩০ বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা উদ্ভুত বাধাসমূহ দূরীকরণ

বাংলাদেশে বর্তমানে শিল্পনীতিমালায় কিছু কিছু দিক রয়েছে, যা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে শিল্প বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। বর্তমানের নীতিমালা অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন, যাতে নীতিমালা থেকে উদ্ভুত বাধাসমূহ চিহ্নিত করা যায় এবং ঐ বাধাসমূহ দূরীকরণের নিমিত্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৪.৩১ উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য সহায়ক নীতিমালা

সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নে শুধুমাত্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সচেষ্ট হলেই চলবেনা, উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে নিতে হবে। যেহেতু একটি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বহু ধরনের পরিবর্তনশীল ফ্যাক্টর (Variables) রয়েছে, অন্য খাতের নীতিমালায় যেগুলোর ইন্টারপ্রাইজ উন্নয়নে ভূমিকা রয়েছে সেগুলোও সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

৪.৩২ সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশদারিত্বের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সরকারি অংগ প্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যবস্থা দূরীকরণ

বেশিরভাগ সরকারি অংগপ্রতিষ্ঠানগুলো (Govt. Agencies) অত্যধিক অব্যবস্থাপনা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ভুগছে যা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে মোটেই উপাযোগী নয়। এগুলো ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করলেও কার্যত কিছুই হয়নি। যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকারি অংগপ্রতিষ্ঠানগুলা ঢেলে সাজাতে হবে। এলক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে নিহিত সহজাত শক্তিশালী দিকগুলো ব্যবহার করতে হবে। অন্যদিকে যদি কোন বাধা ও সীমাবদ্ধতা থাকে তা প্রশমন করতে হবে।

৪.৩৩ উদ্যোক্তা তৈরি ও উন্নয়ন

সামাজিক অঙ্গনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে। আধুনিক বিশ্বে উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্থপিত বলা হয়। তাই উদ্যোক্তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে হবে। এমনকি কোন উদ্যোক্তা

কোন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে তাকে দিক নির্দেশনা, সহায়তা ও উৎসাহ দিতে হবে। এটা অত্যন্ত জরুরী কারণ উদ্যোগী প্রচেষ্টায় সবাই কৃতকার্য হয় না, শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন।

৪.৩৪ সহায়ক অবকাঠামোগত সুবিধা

পানি, গ্যাস, টেলিফোন এবং বিদ্যুতের সংযোগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিতে হবে। সুষ্ঠু বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ট্যাক্স ও শুল্কের হার হ্রাস করে বিভিন্ন প্রকার জেনারেটরের মূল্য কমাতে হবে।

৪.৩৫ গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকরণ

উদ্যোক্তা ও উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য একটি আলাদা ইনষ্টিটিউট থাকা প্রয়োজন। বিশেষত আমাদের মত দেশে, যেখানে উদ্যোগী পদক্ষেপ খুব কম দেখা যায়।

৪.৩৬ আই, এস, ও ষ্ট্যান্ডার্ড ঃ পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশ বান্ধবতা

আন্তর্জাতিক ষ্ট্যান্ডার্ডসমূহ যেমন ISO 9000 ও ISO 14000 এর মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান ও পরিবেশ বান্ধবতা নিশ্চিত করতে হবে। কোয়ালিটি বা গুণগত মান হচ্ছে একটি পণ্যের বা সেবার সমস্ত বৈশিস্ট্য ও গুনাগুন যেটা ঐ পণ্যের জ্ঞাত এবং ব্যক্ত প্রয়োজনগুলো মিটাতে পারে (ANSI/ASQC Standard A3-1987)। সংশ্লিষ্ট স্পেসিফিকেশন সামনে রেখে পণ্যের গুণগত মান গাণিতিকভাবে পরিমাপ করা যায়। এইভাবে কোয়ালিটি বা গুণগত মানের পরিমাণগত এবং কার্যকর সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

৪.৩৭ মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন

বাংলাদেশে মহিলা উদ্যোগ ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করতে হবে। এই দেশে মোট জনসাধারণের প্রায় ৫০% মহিলা। অথচ মহিলা উদ্যোক্তার সংখ্যা অকিঞ্চিতকর। উদ্যোগী কার্যক্রমে বৃহৎ অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই উদ্যোগী প্রচেষ্টায় যাতে অধিক সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

উপসংহার

স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। পৃথিবীর শিল্পোন্নত বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ঐ সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক শিল্প সেক্টরের আঙ্গিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যা দেশের অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ খাতে তুলনামূলকভাবে মধ্য ও নিম্নমধ্য পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণের পুঁজি বিকাশের অবারিত সুযোগ রয়েছে। উপার্জন ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ খাতের প্রছন্নশক্তি অর্থনৈতিক প্রবাহকে সুদৃঢ় করতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ শিল্পগুলো আকার, মালিকানা স্বত্ব, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, সামর্থ্য, প্রযুক্তির ব্যবহার ও লক্ষ্য বাজার (market focus) এর আলোকে অসমসত্ত্ব (heterogeneity) ও ভিন্ন প্রকৃতির এবং প্রতিটি শিল্প নিজস্ব আলাদা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত যদিও তাদেরকে একই খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী ও প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ কৌশল ও নীতিমালার প্রচলন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অত্র প্রবন্ধটিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংক্রান্ত একটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা প্রচলন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অত্র প্রবন্ধটিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংক্রান্ত একটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা ও কৌশল পদ্ধতিগুলো প্রচলনের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হচ্ছে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যে প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সজাগ থাকা। পরবর্তী করণীয় হচ্ছে উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিজেকে তৈরী করা। বিশ্বায়নের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ২০০৫ সালের পর থেকে বৃহৎ আঙ্গিকে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্যের মূল্য হ্রাস, গুণাগুণ বৃদ্ধি, সময়মাফিক পণ্য সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বোচ্চ দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য। প্রকৌশল শিল্পের বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজারে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০১), ***বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, ২০০১,*** অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৯), ***শিল্পনীতি, ১৯৯৯,*** শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯২), ***MIS রিপোর্ট, অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্ট, অর্থ বিভাগ, বিসিক,*** ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯১), ***শিল্পনীতি, ১৯৯৯,*** শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬), ***শিল্পনীতি, ১৯৮৬,*** শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।